10) দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক কতখানি দায়ী ছিল?

→ দিল্লীর প্রতিপত্তি ও মর্যাদা স্পর্শ করেছিল মহম্মদ বিন তুঘলকের নেতৃত্বে, আবার তারই সময়ে রাজ্যের অবক্ষয় সুলতানি সাম্রাজ্যের ভীতকে দুর্বল করে ক্রমশ পতনের দিকে ঠেলে দেয়। ইলতুৎমিশ, বলবন ও আলাউদ্দিনের আত্মত্যাগের ফলে সুলতানি সাম্রাজ্যের যে ভীত গড়ে তুলে দিয়েছিল, মহম্মদ বিন তুঘলকের ভ্রান্ত ও হঠকারী নীতি সুলতানি সাম্রাজ্যকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে দেয়। ইবন বতুতা, জিয়াউদ্দিন বরানি, মহম্মদ ইসামি, মহম্মদ বিন তুঘলকের কার্যকালকে সমালোচনা করে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক শাসক হিসাবে সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনার জন্য বিন তুঘলককে দায়ী করেছেন। তবে একথা ঠিক যে আর্থিক দুরবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও আঞ্চলিক শক্তির উত্থান সুলতানি সাম্রাজ্যের ভীতকে নড়িয়ে দেয়। তবে এর জন্য মহম্মদ বিন তুঘলককে একা দায়ী করা যায় কী? এই বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে ভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়।

মহম্মদ বিন তুঘলকের কিছু সীমাবদ্ধতা নিশ্চয় ছিল। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল বিন তুঘলকের ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তি এবং কিছুটা দায়ী ছিল সমসাময়িক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। সুলতানি শাসন ব্যবস্থা তাঁর সময়ে ধর্মাশ্রয়ী না থাকলেও উলেমাদের প্রভাব ছিল, যদিও তিনি কিছুটা খর্ব করতে চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও, নাগরিকদের বলপূর্বক রাজধানী স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেন। এইভাবে জোরপন্থী শাসকের বিরুদ্ধে গোড়াপন্থী ও স্বার্থান্বেষীদের জেহাদ সাম্রাজ্যের পক্ষে সুখে হয়নি।

বিন তুঘলকের সাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রাজধানী স্থানান্তর, প্রতিকী মুদ্রা প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। একথা ঠিক যে সবগুলিই ছিল প্রয়োজনভিত্তিক কিন্তু সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পগুলি রূপায়ণে ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে সুলতানি শাসনকে দুর্বল করেছিল। এর দ্বারা সাধারণ মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সৎ উদ্দেশ্য প্রণিত এই প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। যা সাম্রাজ্যের পক্ষে ভালো ছিল না।

বিন তুঘলক বিদেশীদের উচ্চপদে নিয়োগ করে ঠিক কাজ করেননি। তিনি তুর্কি ও খলজি অভিজাতদের কাছে বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাতে দেখা যায় এসব অভিজাতরা ও সাধারণ মানুষরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। লাহোরের শাহ আফগান গুজরাট ও সিন্ধুতে মালিক তারঘি, দৌলতাবাদের আমীরগণ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে দিল্লীর কর্তৃত্বকে দুর্বল ও পতনমুখী করে তুলেছিল।

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান মহম্মদ তুঘলকের সময় এত তীব্রতর হয়েছিল যে দিল্লীর কেন্দ্র সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্বাধীন বিজয়নগর, বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশে ইলিয়াসশাহী বংশের উত্থান সুলতানী সাম্রাজ্যের মানচিত্রকে সংকুচিত করে তোলে। তাঁর সময় থেকে আঞ্চলিক শক্তির যে উত্থান শুরু হয় তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। দুর্বল উত্তরাধীকারি শাসকগণ এই আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে পারেনি। তাই বিন তুঘলকের সময়ে যে ভাঙনের সূচনা হয়েছিল তার শেষ পরিণতি হয়েছিল সুলতানি সাম্রাজ্যের পতন দিয়ে।

দুর্ভাগ্য ও প্রাকৃতিক বিরূপতা মহম্মদের আমলেই প্রকাশ পায় নানাভাবে। অনাবৃষ্টির কারণে দিল্লীর দোয়াব মালভূমি অঞ্চলে দেখা দেয় খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ এছাড়াও প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব মহম্মদের ব্যর্থতাকে আরও প্রকট করে তোলে। এর সাথে যুক্ত হয়ে স্বতাঙ্গুতি দিয়ে কর নীতি

এইসময় দরকার ছিল ধৈর্য্য ও সহনশীল ধূর্ত শাসকের।
কিন্তু সেই সময় বিন তুঘলকের হঠকারী নীতি জনগণের
অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত তিনি
তাঁর সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব পক্ষে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।